এইচআইভি/এড্‌স সম্পর্কে মার্কিন দূতাবাসের নীতি

নীতির লক্ষ্য

- সকল কর্মীকে বৈষম্য-বিহীন কাজের পরিবেশ দেওয়া।

- মার্কিন দূতাবাসে এইচআইভি/এড্‌স সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে সে সম্পর্কে কর্মীদের নির্দেশিকা দেওয়া।

- এইচআইভি/এড্‌স সংক্রমণের কবল থেকে নিজেদের কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যাবে সে ব্যাপারে সব কর্মী ও তাঁদের পরিবারকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানানো।

- এইচআইভি/এড্‌স-এ আক্রান্ত কর্মী অথবা তাঁর ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্য/সদস্যাকে জানানো যে আরও অনেক বছর ধরে স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম থাকতে হলে মার্কিন দূতাবাস তাঁদের কীভাবে সহায়তা করতে পারে।

- মার্কিন দূতাবাসে যাঁরা কর্মরত সেইসব ইউ.এস. ডাইরেক্ট হায়ার পারসোনেল, পারসোনাল সার্ভিসেস কন্ট্রাক্টরস এবং লোকালি হায়ারড এমপ্লয়িজ (ভারতীয়, মার্কিন নাগরিক ও তৃতীয় কোনও দেশের নাগরিক) -- সকলের ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য। অবশ্য নীতির নির্দিষ্ট কিছু ধারা যেমন -- পরিচর্যা ও সহায়তা -- কেবল লোকালি হায়ারড কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

- মার্কিন দূতাবাসের কর্মীরা এইচআইভি সংক্রমণ বা এড্‌স রোগাক্রান্ত হলে অন্যান্য গুরুতর রোগাক্রান্ত কর্মীদের মতই সমান অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

- কর্মস্থলের স্বাভাবিক সংযোগ থেকে সহকর্মীদের মধ্যে এইচআইভি/এড্‌স ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি নেই -- এই বৈজ্ঞানিক ও মহামারীবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই নিয়োগ রীতি পরিচালিত হবে।

- বৈষম্য-বিহীন নিয়োগ রীতিতে থাকবে পরিচালন কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ স্তরের অনুমোদন। এইচআইভি/এড্‌স সম্পর্কিত তথ্য জানানোর জন্য দূতাবাস বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীর আয়োজন করবে।

- কর্মস্থলে এইচআইভি/এড্‌স রীতিনীতির বিষয়টি মার্কিন দূতাবাস সহজ সরল ভাবে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কর্মীদের জানিয়ে দেবে। কর্মীদের ব্যক্তিগত জীবনে সংশিষ্ট ঝুঁকি কমানোর উদ্দেশ্যেও সংবেদনশীল, সঠিক এবং সাম্প্রতিকতম তথ্য জানানো হবে।

- কর্মীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যের গোপনীয়তা মার্কিন দূতাবাস বজায় রাখবে।

- সহকর্মীদের আচরণে এইচআইভি/এড্‌স সংক্রান্ত কোনও কর্মীর কাজে ব্যাঘাত ও প্রত্যাখ্যান রোধ করতে মার্কিন দূতাবাস সকল কর্মীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

- নিজস্ব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানিয়ে চলার অনুরোধ না জানালে মার্কিন দূতাবাস কর্মীরা কারও কাছে এইচআইভি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত অবস্থা জানাতে দায়বদ্ধ নন। কোনও মার্কিন কর্তৃপক্ষ বা মার্কিন দূতাবাসের চিকিৎসা শাখার কাছে দেওয়া চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য গোপনীয় বলে ধরা হবে। মার্কিন নাগরিকদের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যও প্রাইভেসি অ্যাক্ট বা ব্যক্তিগত আইনের আওতায় পড়ে।

****